সারাবেলা

|এ|ই|পৃ|থি|বী|

মেঘের ওপর মেঘ জমেছে

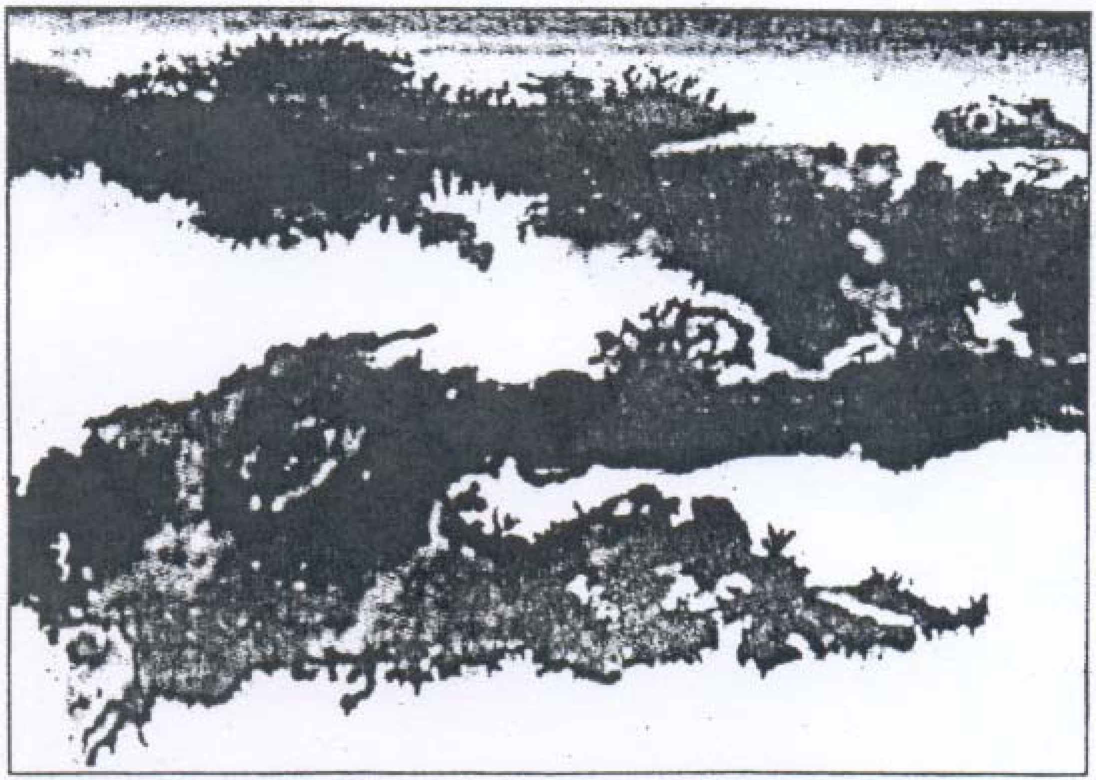

'মেঘেরও রয়েছে কাজ, ওকে ছুটি দাও, ওকে যেতে দাও ওর নিজস্ব আলয়ে'

'প্রকৃতির সবচেয়ে নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারী/ওই মেঘ/ওরও তো রয়েছে বহু শিল্পকর্ম এবং বাসনা। (মেঘেরও রয়েছে কাজ : আবুল হাসান) হ্যাঁ, মেঘ ক্ষণে

সব শিল্পকর্ম।

মেঘ কখনো কালো, কখনো সাদা, কখনোবা টকটকে লাল। তবে মেঘকে যে রঙেই দেখা যাক না কেন এর পেছনে সূর্যের আলোর

হয়। হেমন্তের কণ্ঠে কালজয়ী গান 'মেঘ কালো আঁধার কালো'। যখন অনেক মেঘ আকাশে জমাট বাঁধে, শুরু হয় গুরু গুরু গর্জন, চারদিক ছেয়ে ঢেকে ফেলে প্রচণ্ড আলো বিকিরণকারী মহান সূর্যকে, তখনই মেঘকে কালো দেখায়। ঝড়ো হাওয়া যখন আকাশের সমস্ত মেঘ ঝেঁটিয়ে দিগন্তের এক কোণায় জড়ো করে তখন কালো মেঘের ভয়ঙ্কর রূপ দেখে প্রাণীমনে ভীতির সঞ্চার হয়। কবি তখনো বলে, ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে, জলসিঞ্চিত কণা সৌরভ রসে...।'

কখনো কালো মেঘ সাদা বৃষ্টি হয়ে ঝরঝর করে ঝরে পড়ে পৃথিবীতে, কখনো আবার আঁধার মেঘের গতি অন্যদিকে পরিবর্তন করে। আলোকিত হয়ে ওঠে পৃথিবী, কালো মেঘ তার রূপ পরিবর্তন করে হয়ে যায় সাদা। চারদিকে হাসি ছড়িয়ে ফোটে সূর্যের আলো।

পৌষের পড়ন্ত বিকেলে কোনো বিশাল মাঠ বা হাওরে দাঁড়ালে যেখান থেকে অনেক দূরের দিগন্ত দেখা যায় সেখানে মেঘের আরেক রূপ ফুটে ওঠে। সূর্য ধীরে ধীরে অস্ত যায়। ছোট মেঘ, বড় মেঘ, বুড়ো মেঘ, শিশু মেঘ সবাই মিলে বিদায়ী সূর্যের আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া রঙের মিছিল থেকে নিজেদের ইচ্ছেমতো রঙ মেখে নিয়ে বিদায় জানায় তার সূর্য বন্ধুকে। অস্তগামী সূর্য যত লাল হয় মেঘের রঙও তেমন লাল হয়। বহুরূপী মেঘ তখন আকাশের অলঙ্কার। কবির চিত্ত এই দৃশ্য দেখে আকুলিত। মুগ্ধ হৃদয়ে সে গেয়ে ওঠে, 'এইসব অপরূপ দিন আর বিদগ্ধ রাত, এইসব খামখেয়ালী দৃশ্যাবলী ছাড়া অন্য কোন কিছুতেই আমার তবে আর কোন প্রয়োজন নেই।'